ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1621-1627
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

বীতশোক ভট্টাচার্য: বিষয়ানুসন্ধানী প্রাবন্ধিক

ভাগবত শীট, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আর কে ডি এফ বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 15.07.2025; Accepted: 24.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Beetashok Bhattacharya is a poet, essayist and translator. He is well – known as a film-critic, editor also. Creating a new by getting the hidden tradition in heart was his poetry. His desolation from the contemporary poets illuminates his independent glory as poet. His poems are the notable ore in Bengali traditional poems mixed with Vernacular tradition. The mind of Beetashok was of a lover's, philosophy of cheerfulness, desire of creating principal and convergence is enlighten by the eternal light of secularism. Interested in many research and skilled in differentiation, this poet's poetic art has created a vast poetic universe. He is also an exception in modernization. He is much steadier in traditional Indian culture.
A special genre of modernisation has been created in Bengali poem with the composition of vernacular tradition. Beetashok is a master of this genre.
As an essayist his inquisitive composition of prose has specially attracted the Saraswat society. He has a rare achievement in composing essay. He was always busy in the discovery of the significance of nature, art, village folklore, history, history of literature, post modernisation, foreign history, linguistic, film industry, morphology and aesthetics. The famous and prudent people like Niharranjan Roy, Amalendu Basu and Gopal Haldar has expressed their gracious opinion about his essay literature.
In recent times he is a guide of a new path in composing Bengali poem and essay. As a great scholar of Sanskrit, philosophy, history, language and literature, Beetashok has kept his own mark in composing basic essay. The poets and essayist, critics about whom we can know in post modern time, Beetashok is one of them. The mood and mentality of his poetry is illuminated in a different dimension.

Keywords: Diverse inquisitive essayist Beetashok Bhattacharya, Multidimensional figure in art and literature, Mosaic in composing prose

উত্তরআধুনিক, উত্তর-উত্তরআধুনিক কালে যে কয়েকজন কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক এবং অনুবাদকের সন্ধান আমরা পাই, বীতশোক ভট্টাচার্য (১৬.০৪.১৯৫১ - ১৪.০৭.২০১২) তার অন্যতম পথিকৃত। তাঁর কবিতা-প্রবন্ধের মেজাজ ও মনোবীজ ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত। সাম্প্রতিক কালে বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ নির্মাণে বীতশোক সম্পূর্ণ নতুন পথের দিশারী। সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন-সহ একাধিক ভাষা ও সাহিত্যে স্মার্ত পণ্ডিত বীতশোক মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছেন; তথাপি তাঁকে নিয়ে চর্চা-আলোচনা বহুমাতৃক নয়, অথচ তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ বৈচিত্র্যের লাবণ্যে ভরপুর। স্বভাবে লাজুক, প্রচার বিমুখ শিল্পী বীতশোক অপরিচিত থেকে যান-সহৃদয় পাঠক সমাজের কাছে। বাংলা কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ-সহ সমালোচনা সাহিত্যে একটি নিজস্ব পথরেখা খননের নিঃশব্দ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন তিনি, আর ততই মিথ নির্মিত হয়েছে তাঁকে ঘিরে।

বিচিত্র বিষয়ানুসন্ধানী প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর গবেষণা ধর্মী গদ্য রচনা, সারস্বত সমাজের মনোযোগ বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করেছে। বীতশোকের প্রবন্ধ রচনার বিচরণ ভূমিও বেশ বিস্তৃত; প্রকৃতি, শিল্প, গ্রামীণ উপকথা, ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, উত্তর আধুনিকতা, বিদেশী সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, চলচ্চিত্র শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব। তাঁর প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে সপ্রশংশ মত প্রদান করেছেন- নীহার রঞ্জন রায়, অমলেন্দু বসু এবং গোপাল হালদারের মতো মনস্বী ও দিকপাল ব্যক্তিবর্গ। 'বীতশোক ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে সাহচর্যে' প্রবন্ধে, অধ্যাপিকা ড. সালেহা খাতুন, আমাদের জানিয়েছেন যে:

> "অবশ্য এক দশক আগেই তিনি কবিতার অ, আ, ক, খ শেখানোর কাজ শুরু করেছিলেন, রসিকতা করে বলেছিলেন - 'মনে হচ্ছে এরপর আমাকে কবিতার বর্ণপরিচয় লিখতে হবে। এবং প্রথম ভাগের পর দ্বিতীয় ভাগ, সেই ভাবে...' আর সত্যসত্যই সে কাজ যে তিনি সম্পন্ন করেছেন..."।[১]

প্রাবন্ধিক বীতশোক ভট্টাচার্যের 'গদ্য সংগ্রহ ১' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৯৬-এ। অমিত পাবলিকেশনস থেকে। প্রবন্ধ গ্রন্থটির মধ্যে প্রাবন্ধিক খুবই সচেতনভাবে নির্মাণ করে চলেছেন, স্রষ্টার সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্ব এবং শিল্পীমনের বহিঃপ্রকাশ। এই সমন্বয়ের হাত ধরে,প্রাবন্ধিকের লেখনীতে বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ। শিল্পী বীতশোক, অতি সন্তর্পণে বনফুল-সতীনাথ এবং পরবর্তীকালে অমিয়ভূষণ-লোকনাথ ভট্টাচার্য সহ অন্নদাশঙ্কর রায়ের নির্মাণ শিল্পের নানান দিগন্তের উন্মোচন করেন। তাঁর লেখার মধ্যে, ধূর্জটিপ্রসাদের বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে বিভাজন করে দেখবার প্রবণতা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। বীতশোক তাঁর আলোচনার বৃত্তে, বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য লেখক-কূলের রচনা শৈলীর পাশাপাশি; সমাজবিজ্ঞানের নানান দৃষ্টিকোণের নিরিখে আলোচনা গুলি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবন্ধ গ্রন্থ হলো, তাঁর 'কবিতার অ আ ক খ'। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়-১লা বৈশাখ ১৪০৪, প্রকাশক অতনু পাল, 'বিতর্ক'। গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই আমরা, প্রাবন্ধিকের নিজস্ব সৃষ্টি ও নির্মাণের বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হই। শিল্পী বীতশোক যে, বিচিত্র প্রতিভার আকর- সেকথা আর বলবার অপেক্ষা রাখেনা। প্রাবন্ধিক স্বয়ং গ্রন্থটির 'ভূমিকার বদলে' অংশে আমাদের জানিয়েছেন যে:

> "কবিতার অ আ ক খ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ... কবিতার অ আ ক খ আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় কবিতার-বিশেষ করে বাংলা কবিতার-কথা বেশি করে বলতে হয়েছে। এবং তা স্বাভাবিক।..."[২]

উক্ত প্রবন্ধ গ্রন্থের পাঠ-প্রতিক্রিয়া থেকে, আমরা সহজেই বলতে পারি: রচনাকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুনী সাহিত্যিক এবং তাঁদের মহান শিল্প-তালুকের নিবিড় পত্তন করেছেন, খুব সুচারু মাত্রায়। প্রবন্ধের নামকরণ, লেখককে সত্যি সত্যিই -বিচিত্র বিষয়ানুসন্ধানী প্রাবন্ধিক করে তুলেছে। যেমন-'ঋগবেদে কবি ও কবিতা', 'একটি গণসংগীতের শৈলীবিচার', 'কবিতা তুমি কার', 'কবিতায় ভাসা, কবিতায় ডোবা', 'ধ্বনি আর রং', 'তীর্থযাত্রী এলিয়ট', 'নিঝুমপুরের দিকে'-প্রভৃতি। লেখকের ভাষায়:

> "ভাষানির্ভর সমালোচনা, পাঠান্তরমনস্ক বিদ্যাবত্তা, সংগঠন ও বিনির্মাণের তত্ত্ব এবং চিহ্নবাদ এক্ষেত্রে আলোচনার নানা দিক খুলে দিচ্ছে।"[৩]

'জীবনানন্দ' গ্রন্থটির জন্য,কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে-অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'জীবনানন্দ পুরস্কার,২০০২' প্রদান করেন। 'জীবনানন্দ' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রকাশক, শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ বেরা মহাশয়, কর্ণধার 'বাণীশিল্প' প্রকাশনা সংস্থা। আলোচ্য গ্রন্থে বীতশোক জীবনানন্দের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং শিল্পী স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষাপটে অবিরাম মালা গেঁথেছেন: কবি জীবনানন্দের রচনার পারম্পর্য ও মেধাবী কল্পনাপ্রবণতা। জীবনানন্দের অন্তর্জ্ঞান-বোধশক্তি,সচেতন ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতা বীতশোকের কলমের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে; এক মহত্ত্বপূর্ণ প্রজ্ঞা-বলয়। যা, বৈদগ্ধ্য ও বৈচিত্র্যময় সীমারেখায় সমুজ্জ্বল। গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে লেখককে, পাঠক-কূলের উদ্দেশ্যে বলতে শুনি:

> "জীবনানন্দ বইএর প্রথম অংশে যুক্ত হয়ে রইল সাতটি লেখা, সাতটি প্রবন্ধের রূপ-রেখা এসব আলোচনায় লিখিত, জীবনানন্দ-বিষয়ে আমার অনুভূত অভিজ্ঞতা থেকে রচনার মুখপাত যেন

> এটুকুই। পল্লবিত পুষ্পল লেখায় এক ধরনের সফলতার স্বাদ আনা যায়, ভাব-বীজ বুননের আনন্দ তার চেয়ে অন্যরকম। এ বইএর দ্বিতীয় অংশে আছে জীবনানন্দের কবিতার উন্মোচন, রূপায়ণের এমন বিচার থেকে কবিতার মূল্য-অঙ্কনের সূচনা; কবিতা ধ'রে ধ'রে যে বিশ্লেষণ-পন্থায় জীবনানন্দ নিজে সায় দিয়েছিলেন সে-পথ ছিল আই.এ. রিচার্ডসএর; ...” ।[৪]

কবি জীবনানন্দের ‘কল্পনাপ্রতিভা’র বিভিন্ন বিকিরণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন বীতশোক; তাঁর ‘জীবনানন্দ’ গ্রন্থে। বিশিষ্ট সমালোচক সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের কথায়:

> “তিনি যে-নিবিড় পাঠপদ্ধতির মধ্যে শৈলীভিত্তিক এবং অবিনির্মাণ-প্রক্রিয়ার সংযোগে কবিতা বোঝার নিজের মতো একটি স্বচ্ছ ও লক্ষ্যবেধী একটি ধরণ তৈরী করে নিয়েছিলেন তারই প্রতিফলন দেখা যায় জীবনানন্দের আটটি কবিতার আলোচনায়।”[৫]

‘কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা’ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪-এ। গ্রন্থটিতে বীতশোক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাংলা কবিতার প্রায়োগিক দিকগুলিকে, বিশদ আলোচনার মাধ্যমে প্রামাণিক ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছেন। গ্রন্থের সুবিশাল আলোচনার পরিধিতে,সংস্থাপিত হয়েছে সাহিত্য প্রকরণের বিভিন্ন পথ-পরিক্রমা। যেমন: রূপ-সংরূপ,মিথ ও আর্কেটাইপ, নির্মাণ-বিনির্মাণের বহু স্তর। সবমিলে, গ্রন্থটি বাংলা ভাষায়-শৈলীবিদ্যা ও ভাষাগত সমালোচনা ধারার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ। লেখক, গ্রন্থটিকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি পর্যায়ে-আলাদা আলাদা নামকরণে প্রয়াসী হয়েছেন। যথা- প্রথম গুচ্ছ : ‘কবিতার ভাষা’, দ্বিতীয় গুচ্ছ : ‘কবিতায় ভাষা’ এবং তৃতীয় গুচ্ছ: ‘ভাষা, কবিতা ও ভাষা’। ‘কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা’ বইএ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ সম্পর্কিত প্রবন্ধ হলো- ‘চর্যাগানে আর্কেটাইপের বিন্যাস: একটি সমীক্ষা’। এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ হলো: ‘কৃতবিদ্য কবি ভারতচন্দ্র’, ‘ভনই বিদ্যাপতি’ প্রভৃতি। এই দুই প্রবন্ধে রচনাকার কবি ভারতচন্দ্রের রচনা পদ্ধতি থেকে অধ্যয়নের প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। ‘ভনই বিদ্যাপতি’তে বীতশোক বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের একটি বিখ্যাত পদ-‘চীর চন্দন উরে হার ন দেলা’ সম্পর্কে অবতারণা করেছেন, বিশদভাবে। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য যে,একজন সচেতন শব্দবিদ্ প্রাবন্ধিক তা আমরা অবলীলায় প্রমাণ করতে পারি; লেখকের ‘কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ- ‘বনলতা সেন: ভাষাতাত্ত্বিক সমালোচনা’-র আলোকে। প্রাবন্ধিকের ভাষায়:

> “বনলতা সেন জনপ্রিয় বাংলাভাষী কবির লেখা জনপ্রিয় বাংলা কবিতা।”[৬]

‘কথাজিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ২০০৪ সালে। প্রকাশক লেখক-বন্ধু পরম শ্রদ্ধেয় সুবল সামন্ত মহাশয় (সম্পাদক: এবং মুশায়েরা) । বীতশোক এই গ্রন্থে, সম্পূর্ণভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের বহুমাত্রিক রূপ-রীতির পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রাবন্ধিক খুবই সিদ্ধহস্তে এক-একজন কথাসাহিত্যিকের নির্মিত চরিত্র গুলিকে প্রদীপ্ত করে তোলেন; প্রকাশ করেন-কথনরীতির স্বাতন্ত্র্যের বহুবিধ অভিমুখ। এক্ষেত্রে আমরা- ‘কথাজিজ্ঞাসার কথা’ প্রবন্ধে একালের অন্যতম প্রাবন্ধিক-সমালোচক (ড.) কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি:

> “একশো বছরেরও বেশি সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যের কিছু বরেণ্য নির্মাতা ও তাঁদের নির্মাণের নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে লেখা চব্বিশটি প্রবন্ধের গ্রন্থবদ্ধ রূপ বীতশোক ভট্টাচার্য্যর ‘কথাজিজ্ঞাসা’...” ।[৭]

‘কথাজিজ্ঞাসা’ বইএ আমরা, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, জগদীশ গুপ্ত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু-সহ, লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার সম্পর্কিত পাঁচটি প্রবন্ধের সন্ধান পাই। এছাড়া প্রাবন্ধিক বীতশোকের, মননের গভীরতায় উজ্জ্বল আলোর দিশারী হয়ে উপস্থিত হয়েছেন-কথাসাহিত্যিক লোকনাথ ভট্টাচার্য। বীতশোকের ‘কথাজিজ্ঞাসা’-র উৎকৃষ্ট উৎকর্ষতার কথা বলতে গিয়ে এবং প্রবন্ধকার বীতশোকের ব্যতিক্রমী গদ্যগঠন ও আলোচনা-সমালোচনা প্রসঙ্গে, অধ্যাপক (ড.) কুন্তল চট্টোপাধ্যায় যথাযথই মন্তব্য করেছেন:

> “প্রাবন্ধিক বীতশোক মেধা ও মননের আন্তরিক নিষ্ঠা, মৌলিক অনুভবের উজ্জ্বলতা এবং অনুসন্ধানের স্পৃহামণ্ডিত গভীর ও উন্মোচক গদ্যে তাঁর কথাজিজ্ঞাসাকে চালিত করেন একটি বিষয়ের আপাত-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভূমি থেকে বিচিত্র ও বহুমাত্রিক বিস্তৃত পরিসরে। প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন,

পুরাণ, ভাষা-শৈলী, সংরূপ ও সমালোচনা-পদ্ধতির নানা পথ ধরে তাঁর ভাষ্য নির্মাণ খুঁজে নিতে থাকে নতুন নতুন বিচরণক্ষেত্র।"[৮]

কবি-সমালোচক বীতশোক ভট্টাচার্যের 'কবিকণ্ঠ' বইয়ে আমরা বহুল কবি-কণ্ঠের সোচ্চার ধ্বনি শুনতে পাই। 'কবিকণ্ঠ' বইটিতে কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের আধিক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থটি পুস্তকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, জানুআরি ২০০৬-এ। এই বইতে সামগ্রিকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে- কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ও কম-প্রতিষ্ঠিত কবি এবং তাঁদের কিছু 'কবিতার কথা'। কবির দৃঢ় সরবতায় ঐতিহ্যের সাথে মিলে-মিশে আছে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভা। মূলতঃ মূলের সূত্রধরে, শিল্পীবৃন্দ নির্মাণ করে চলেন; অনুবাদ-অনুসৃষ্টি। বিশিষ্ট আলোচক-সমালোচক রবিন পাল মহাশয়ের কথায়:

> "বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ কয়েকজন খ্যাত, স্বল্পখ্যাত কবিতার সামগ্রিক আলোচনা, কয়েকটি প্রবন্ধ হল বিশেষ কয়েকটি কবিতার আলোচনা এবং কয়েকটি প্রবন্ধে আছে কবিতা বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিত্রকল্প, ঐতিহ্য, ছড়া বিষয়ক প্রবন্ধ-সব কটিরই সংযোগসূত্র কবিতা।"[৯]

'কবিকণ্ঠ'-র 'চর্যগান: ভূমিকা অনুবাদ ও টীকা' প্রবন্ধে বীতশোক তুলনামূলক সাহিত্য বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে পৌঁছেযান, চর্যগান থেকে কবি জীবনানন্দের কবিতা-গঠন সাযুজ্যের মাত্রায়। 'সীতার অভিজ্ঞান', 'পুরাণপ্রতিমা চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের চর্চাকে বীতশোক সুদূরপ্রসারী ভাবনায় উন্নীত করেছেন। 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থের এক প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রবন্ধ হলো- 'জীবনানন্দের তিল: চিহ্নবিদ্যার আলোয়'। প্রবন্ধে বীতশোক আমাদের বলেন:

> "তিল্ ধাতুর অর্থ হচ্ছে চলা, এবং এই চলন দেশ ও কালকে একত্রে অধিকার করেছে। প্রণয়িনীর শরীরে তিলের অবস্থান কবিকে নান্দনিক প্রেরণা দিয়েছিল, ...। জীবনানন্দর কবিতায় ফ্রানজ কাফকা রচিত দ জাঅ্যান্ট মোল গল্পের মতোই এ এক বিশাল রহস্যময় অস্তিত্ব। মোল থেকে মলিকিউল শব্দটির উদ্ভব। জীবনানন্দর ভাবনায় এই তিলের ধারণার সঙ্গে যেমন প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও অবশ্য জড়িয়ে গিয়েছে।" [১০]

জীবনানন্দের কবিতায় তিল কখনো হয়েছে শরীরী চিহ্ন, আবার কখনো বা শস্য। আবার কোনও কবিতায় তিল, নিছক স্থানবাচকতার প্রসঙ্গ। কিংবা তিল কখনো হয়ে উঠেছে সময়ের অভিজ্ঞান।
'গদ্যগঠন প্রসঙ্গে' প্রাবন্ধিক বীতশোক বলেছেন:

> "গদ্য লেখার অধিকার নাগরিকের মৌল অধিকার... শব্দবিদ্যা রীতিবিদ্যা গদ্যগঠনের নির্ভর।"[১১]

'গদ্যগঠন' প্রথম প্রকাশিত হয়, জানুআরি ২০০৬ সালে। 'গদ্যগঠন' প্রবন্ধ গ্রন্থের নির্মাণ রূপ-সংরূপ তিনটি ধারা বেয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথমত: মানবিকীবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা নির্ভর আলোচনা-পর্যালোচনা। দ্বিতীয়ত: এই ধারায় রয়েছে সময়,অর্থাৎ অতীত ও সমসময়। প্রাবন্ধিক ইতিহাস এবং কথাসাহিত্য, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্যতত্ত্ব-কথনতত্ত্ব-শৈলীতত্ত্বকে তাঁর আলোচনার পরিসরে রেখেছেন। তৃতীয়ত: সাংস্কৃতিক বীক্ষার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে স্থানলাভ করেছে- অভিনয়শিল্প, আবৃত্তি, চলচ্চিত্রশিল্পের গঠনতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব-সহ প্রভৃতি অনুসঙ্গ। সবমিলে বীতশোকের গদ্যগঠন 'তিরির তিন ফোঁটা'। এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গুলির মধ্যে– 'খরা ও রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলা বাঙালি ও নীহাররঞ্জন রায়', 'আধুনিকতা উত্তরআধুনিকতা', 'রক্তকরবীর আকর', 'অমিয়ভূষণের নির্যাস', 'বনফুলের স্থাবর' এবং 'জঙ্গম বনফুল' ইত্যাদি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক বীতশোক বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাসে জেমস্ জয়েসের উপন্যাস 'যুলিসিসের' প্রভাবকে বিশ্লেষণ করেছেন, নিষ্ঠাবান পাঠকের ভূমিকায়।

বীতশোকের 'পূর্বাপর' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়-জানুআরি ২০০৬-এ। বাণীশিল্প প্রকাশনা সংস্থা থেকে। প্রকাশক-অবনীন্দ্রনাথ বেরা। 'পূর্বাপর' বইএ লেখকের অনুভব এবং লেখনরীতির, যে বিকিরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিরল দৃষ্টান্ত। বীতশোক এখানে বাংলা ভাষা থেকে প্রাদেশিক ভাষা, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাকে অবলম্বন করে; খুব সহজেই পৌঁছেযান আন্তর্জাতিক লেখা এবং লেখক প্রসঙ্গে। আমাদের মনে হয়, এই গ্রন্থের বেশকিছু প্রবন্ধ তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার সঠিক পথ চিনতে সাহায্য করেছে। প্রাবন্ধিক স্বয়ং 'পূর্বাপর' বইয়ে 'পূর্বাপর বিষয়ে'-র কথা বলতে গিয়ে বলেন:

> "পাণিনির একটি সূত্রের উল্লেখ বোধহয় এখানে পূর্বাপর বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক হবে না: পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্ (১.১.৩৪)। এ-সূত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী পূর্ব ও অপর এই দুই শব্দ দেশ ও কালের সাপেক্ষে যথাক্রমে পূর্বদিক ও অগ্র এবং পশ্চিমদিক ও পশ্চাত্ এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারবে। ... পূর্বাপর সংকলনটির আলোচনার মূল বিষয় প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, অগ্রবর্তী ও পরবর্তী কালের কিছু রচনার বিবেচনা এ-সংগ্রহে ধরা থাকল।"[১২]

'পূর্বাপর' গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'মিথলজিস্ট সুকুমার সেন'- রচনা ভিন্ন স্বাদের বার্তা বহন করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মনস্বী গদ্যগঠনকার, পণ্ডিত সুকুমার সেন মহাশয়কে ঘিরে বীতশোক বিনির্মাণ করেছেন, এক নতুন মিথ। রচনাকারের ভাষায়:

> "ভারতবিদ্ সুকুমার সেন হিন্দুর ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে পুরাণকে মুক্ত ক'রে মিথলজির উদার আবহে—মূলত ব্রাহ্মণ্য-পরম্পরায়—নিহিত সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং তাঁর মিথলজির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে নয়, সংসক্ত সমীক্ষারূপে অধিক মূল্যবান।"[১৩]

বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্যে, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা কর্তৃক পুরস্কৃত হন (২০০৭-২০০৮)। এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ হয়: ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ। গ্রন্থটি বীতশোক উৎসর্গ করেছেন, তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় এবং একালের অন্যতম রবীন্দ্র গবেষক অনুত্তম ভট্টাচার্য মহাশয়কে। 'পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে, লেখক বন্ধু সম্পাদক-সমালোচক সুবল সামন্ত বলেছেন:

> "বীতশোকের পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মনস্বিতার পরিচায়ক। পুরাণ এখানে আধুনিক ভাষা পায়। ভাষা পায় মহাকাব্যের ইতিহাস, মাতা, কন্যা, বধূ, বিধবা, পতিতা।"[১৪]

বীতশোক এই গ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের অনেক কবিতা এবং 'প্রভাত সংগীত' ও 'চিত্রা' কাব্য থেকেও কবিতা গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক-সমালোচক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পুরাণ-প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' রচনার এক অংশে দারুণ মন্তব্য করেছেন। যা উল্লেখ করবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করা গেল না:

> "পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ পাঠশেষে মনে হয় অনুজ-প্রতিম বীতশোক (অকালপ্রয়াত অনুজ) 'মিথ'-এর মধ্যে তথা 'পুরাণ প্রতিমা'য় যে একটা নিগূঢ় আন্তর্জাতিক সত্য ধর্ম থাকে তা বিষয় ও শব্দ বিশ্লেষণ করে, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রেখে, অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রমাণ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন ব্যতিক্রমী 'অবশ্যপাঠ্য' রচনা আর কতগুলি আছে তা আমার জানা নেই।"[১৫]

'গদ্যরূপ' গ্রন্থটিতে কবিতা বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ বর্তমান। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ: জানুআরি ২০১০। 'গদ্যরূপ' বইয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অশোকবিজয় রাহা, বিনয় মজুমদার, তরুণ সান্যাল,কবিরুল ইসলাম ও ভাস্কর চক্রবর্তী-প্রমুখ কবির কবিতা ধরে ধরে আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। যার গভীর-মগ্ন পাঠে, পাঠকবর্গ মুগ্ধ হতে বাধ্য। 'জন্মশতবর্ষে তিনজন কবি' প্রবন্ধে কবি বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পর্কে বীতশোকের মূল্যবান মূল্যায়ন, আমাদের যথেষ্ট মোহিত করে। প্রাবন্ধিক বীতশোক এখানে অনেক-অনেক নতুন না জানা কথা আমাদের শুনিয়েছেন। এই সংকলনের অধীন 'ভারতীয় সাহিত্যের এক দশক: তুলনামূলক পরিচয়' প্রবন্ধটি তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম দলিল।

'বিষয় কবিতা' গ্রন্থটি বীতশোকের শিল্পভূবনে 'বেলাশেষের গান'। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত শেষ প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১১। গ্রন্থটি লেখক উৎসর্গ করেছেন, এই ভাষায়- "স্বামী শ্রাস্ত্রজ্ঞানন্দ: সঞ্জীব মহারাজ প্রিয়বরেষু।" এই প্রবন্ধ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই, পূর্বেকার 'কবিতার অ আ ক খ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবার 'বিষয় কবিতা'-য় পুর্নমুদ্রিত করা হয়েছে। তবে বীতশোকের 'বিষয় কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্যসাহিত্য চর্যাগীতিকোষ', 'কমলে কামিনীর উৎস সন্ধানে' এবং 'ঋকবেদের কবিতায় ভাষাভাবনা'-র মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ সুন্দরভাবে চর্চিত হয়েছে। বীতশোক তাঁর শেষ মুদ্রিত গ্রন্থে, কবিতার নানা ভাবনা-চিন্তার না বলা কথা গুলি অকপটে গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'কবিতার ইতিহাস, কবিতায় ইতিহাস', 'কালোদের কবিতা',

'বিষ্ণু দে-র এলিয়ট', 'কামোঞেস ও তাঁর কাব্য'-প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি বিষয়-বৈচিতের্য্র মুন্সীয়ানায়, উল্লেখযোগ্যতার দাবীদার।

বীতশোক ভট্টাচার্যের 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি' গ্রন্থটি প্রথম প্রাকাশিত হয়, জানুয়ারি ২০১১-য়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ থেকে। বহু প্রবন্ধে ও আলোচনায় চর্যাপদ সম্পর্কে বীতশোকের অনুরাগ-অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তার সর্বশেষ দ্যুতি হলো 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি' গ্রন্থটি। বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৩ ও ৩০ জুলাই ২০১০-এ, পাঠ্যাতিরিক্ত বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করে; যার শিরোনাম ছিল – 'চর্যাপদ: ফিরে দেখা'। এখানে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীতশোক ভট্টাচার্য। আর এই বক্তৃতারই গ্রন্থরূপ হলো: 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি'।
বীতশোক ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে- 'অগ্রন্থিত বীতশোক' (অগ্রন্থিত গদ্যের সংকলন ১), ভূমিকা ও সম্পাদনা: অপু দাস। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, প্রকাশক-মনফকিরা।

বীতশোক ভট্টাচার্যের নিজস্ব শিল্পীসত্তার শক্তি ও সৌন্দর্য বিস্ময়করভাবে ধরা পড়েছে, তাঁর অনুবাদকর্ম গুলির মধ্যে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ গুলি হলো: 'আজারবাইজানের কবিতা' (সারস্বত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০), 'জেন গল্প জেন কবিতা' (বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ২০০৪), 'শ্রীচৈতন্যের কবিতা' (RNR এন্টারপ্রাইজ, প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ২০০৯) এবং ইউজিন ও নিল-এর নাটক 'দি রোপ' অবলম্বনে 'ফাঁস' (দ্রষ্টব্য: এবং মুশায়েরা, বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষসংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, সম্পাদক : সুবল সামন্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৫) প্রভৃতি।

লেখক বীতশোক ভট্টাচার্যের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান'(প্রথম খণ্ড) সেই অর্থে প্রবন্ধের সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু এর শৈলী অনেকাংশে প্রবন্ধ গুনাগুন সম্পন্ন। গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে গভীর এবং সুবিস্তৃত প্রথম বর্ণক্রমিক অভিধান। যাতে অনেক ক্ষেত্রে আবার চর্চিত হতে দেখি: তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ; যেমন- 'অসমীয়া ও বাংলা সাহিত্য', 'ওড়িয়া ও বাংলা সাহিত্য', এবং 'অনুবাদ ঋণ ও বাংলা শব্দ ভাণ্ডার' ইত্যাদি। আবার এই গ্রন্থের সুবিশাল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে-বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ও আলোচনা। গ্রন্থ টিকে আমরা বাংলা 'কোষগ্রন্থ'- এর মর্যাদায় ভূষিত করতে পারি সহজেই; যা কিনা শিল্পকলা বিজ্ঞান-সমাজ বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যে গভীরভাবে সম্প্রসারণশীল। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান' দ্বৈতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহিমায় উদ্ভাসিত।

সবমিলে, বীতশোক ভট্টাচার্য "বাংলা সাহিত্যে বিদেশী অনুষঙ্গের বিশ্লেষক।"[১৬] বাংলা ভাষাও সাহিত্যে তাঁর গদ্যগঠন হয়ে ওঠে: "আমার গদ্য: আমার জিজ্ঞাসার আঙ্গিক।"[১৭] বীতশোকের কবিকণ্ঠ-এ গদ্যের রূপ-সংরূপ, নির্মাণ-বিনির্মাণ, কথাজিজ্ঞাসা-য় কথনশিল্প ও নন্দনতত্ত্ব আত্মপ্রত্যয়শীল এবং কলানৈপুন্যের নিশ্চিত অবলম্বন। বীতশোকের প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি কবি। তাঁর প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা ১২ ('কবিতা সংগ্রহ', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-সহ)। এছাড়া বীতশোকের স্মার্ত পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞায় সমন্বিত হয়েছিল: প্রাবন্ধিক-সমালোচক-অনুবাদক-চিত্রনাট্যকার ও বহুচর্চিত সম্পাদক সত্তা। সেই কারণেই তিনি সাহিত্যের নানান শাখাতে স্বচ্ছন্দে-স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁর অভুতপূর্ব অভ্যুত্থান আমাদের নতুন পথের দিশা। যা আলো থেকে ক্রমশ ঋতআলোর সন্ধান দেয়। গ্রন্থের নামকরণে, তাঁর ভাবনা অভিনব ও বিস্ময়কর। আমাদের বিনীত অনুভবে-অনুধ্যানে তিনি মৌলিক সত্তার এক ও অদ্বিতীয় ঘনীভূত নির্যাস। তাঁর প্রবন্ধ গুণগত মানে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট, ভাষা প্রবাহ একান্তই নিজস্ব এবং ভাব-প্রবণতায় সংযত। প্রকাণ্ড ও প্রখর মনন শক্তি, বীতশোক ভট্টাচার্যকে করে তুলেছে এক নক্ষত্র জ্যোতির আকর।

আমাদের আলোচনা বৃত্তের ইতি টানবো, শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক-সমালোচক সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে:

> "শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে বিত্তহীন, অন্তর্মুখী, পরোপকারী, স্নেহশীল, স্বল্পবাক্, অনাত্মসম্ভব বীতশোক আজ মরণসাগরপারে। এই মহাশূন্যতার দিনে তাঁর সমগ্র সাহিত্য কর্মকাণ্ডের সার্থক রূপায়ণ আমাদের উভয় পক্ষের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ।"[১৮]

তথ্যসূত্র:

১. সামন্ত, সুবল। সম্পাদক, এবং মুশায়েরা, বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষসংখ্যা, ৩৮এ, ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ: ৩৩৪।
২. ভট্টাচার্য, বীতশোক। কবিতার অ আ ক খ, প্রকশক- অতনু পাল, বিতর্ক, ৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৫, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৪০৪, পৃষ্ঠা: ১০-১১।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১।
৪. ভট্টাচার্য, বীতশোক। জীবনানন্দ, প্রকাশক- অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১।
৫. সামন্ত, সুবল। সম্পাদক, এবং মুশায়েরা, বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষসংখ্যা, ৩৮এ, ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা: ১৭৭।
৬. ভট্টাচার্য, বীতশোক। কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা, প্রকাশক- অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা: ১১৮।
৭. সামন্ত, সুবল। সম্পাদক, এবং মুশায়েরা, বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষসংখ্যা, ৩৮এ, ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা: ২০৩।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ২০৮।
৯. সামন্ত, সুবল। সম্পাদক, এবং মুশায়েরা, বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষসংখ্যা, ৩৮এ, ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা: ১৩৭।
১০. ভট্টাচার্য, বীতশোক। কবিকণ্ঠ, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুআরি ২০০৬, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১
১১. ভট্টাচার্য, বীতশোক। গদ্যগঠন, প্রকাশক-অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৬, গ্রন্থের ভূমিকা: 'গদ্যগঠন প্রসঙ্গে' থেকে উদ্ধৃত।
১২. ভট্টাচার্য, বীতশোক। পূর্বাপর, প্রকাশক-অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৬, গ্রন্থের ভূমিকা: 'পূর্বাপর বিষয়ে' থেকে উদ্ধৃত।
১৩. ভট্টাচার্য, বীতশোক। পূর্বাপর, প্রকাশক-অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১৭৩।
১৪. সামন্ত, সুবল। সম্পাদক, এবং মুশায়েরা, বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষসংখ্যা, ৩৮এ, ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা: ৭।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ২২৬।
১৬. মারিক, অচিন্ত। সম্পাদক অমিত্রাক্ষর, 'ব'-এ বীতশোক। পোষ্ট অফিস রোড, মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, ডাকসূচক-৭২১১০১, প্রথম প্রকাশকাল: লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৭৩।
১৭. দাস, অপু। ভূমিকা ও সম্পদনা, অগ্রন্থিত বীতশোক। প্রকাশক: মনফকিরা, ২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত, মুকুন্দপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা: ১৯।
১৮. মারিক, অচিন্ত। সম্পাদক অমিত্রাক্ষর, 'ব'-এ বীতশোক, পোষ্ট অফিস রোড, মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, ডাকসূচক-৭২১১০১, প্রথম প্রকাশকাল: লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৭২।